আমাদের সময়

তারিখ ... 11 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ...৯·২... কলাম ... ২ ...

উচ্চশিক্ষায় মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজের অভাব

অগ্নিপরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা

এম এইচ রবিন ●

উচ্চমাধ্যমিক (এইচএসসি) ও সমমান পরীক্ষায় এ বছর উত্তীর্ণ হয়েছেন ৭ লাখ ৩৮ হাজার ৮৭২ জন। তাদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৪২ হাজার ৮৯৪ জন। এসএসসি ও এইচএসসির মতো শিক্ষা জীবনের দুটি বড় ধাপ পার হয়ে আসা এসব শিক্ষার্থীদের সামনে এবার অপেক্ষা করছে 'অগ্নিপরীক্ষা'। কারণ বেশিরভাগ মেধাবী শিক্ষার্থীরই পছন্দের শীর্ষে রয়েছে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের তুলনায় এসব উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আসনসংখ্যা বেশ কম। তাই ভর্তিপরীক্ষার জন্য নিজেকে সব দিক থেকে প্রস্তুত করে তুলতে বিভিন্ন কোচিং সেন্টারের দ্বারস্থ হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। তবে বাস্তবতা হলো, এইচএসসিতে উত্তীর্ণ বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই তাদের পছন্দের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবেন না।

শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মতে, দেশে অসংখ্য উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকলেও মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের অভাব রয়েছে। এছাড়া প্রাইভেট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অত্যধিক ব্যয়ও বেশিরভাগ অভিভাবকের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। তাই স্বভাবতই সবার লক্ষ্য থাকে সরকারি মেডিক্যাল, প্রকৌশল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার। কিন্তু সেখানে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর তুলনায় আসনসংখ্যা অত্যন্ত কম। ফলে বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই ব্যর্থ হবেন তাদের কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে।

এ বছর নটর ডেম কলেজ থেকে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থী সানিউল জানান, তার প্রথম পছন্দ মেডিক্যাল কলেজ অথবা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। তার বন্ধু দীপঙ্কর বলেন, অনেক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেগুলোয় ভালো লেখাপড়া হচ্ছে, তবে আমাদের মতো মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ই ভালো। জিপিএ-৫ পাওয়া মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী মেহের নিগারের পছন্দ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। তার সহপাঠী তামান্না মনে করেন, সরকারি কলেজগুলোয় ভালো লেখাপড়া হয় না। থাকে সেশনজট। আবার কোনো কোনো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় অনেক ভালো করছে, তবে খরচ বেশি। এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক দীন মোহাম্মদ জানান, অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আর কলেজ আছে, কিন্তু মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ কতটি?

এদিকে এইচএসসি শেষে উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানদের একটি বড় অংশ বিদেশে পাড়ি জমায় উচ্চশিক্ষার্থে। অনেক ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরাও এ পথে পা বাড়ায়। এ বিষয়ে শিক্ষা গবেষক খায়রুল আলম মনির বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরজুড়ে মারামারি, হানাহানি, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আর শিক্ষক আন্দোলনে ব্যাহত হয় লেখাপড়া। এজন্য সচ্ছল পরিবারের সন্তানরা উচ্চশিক্ষার্থে চলে যায় বিদেশে। তিনি বলেন, দেশে চাকরির নিশ্চয়তা, রাজনৈতিক কোন্দল আর মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত না হওয়ায় শিক্ষার্থীদের বিদেশমুখী উচ্চশিক্ষার প্রবণতা বাড়ছে।

দেশে উচ্চশিক্ষার জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে মাত্র ৩৭টি। এর মধ্যে দুটির কার্যক্রম এখনো শুরু হয়নি। আর প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত আছে ৮৫টি। এর মধ্যে ৭টি বিশ্ববিদ্যালয় অস্বচ্ছ কার্যক্রম পরিচালনার দায়ে প্রশ্নবিদ্ধ। সর্বশেষ অনুমোদনপ্রাপ্ত ২-৩টি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম চালু

এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৬

অগ্নিপরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা

(শেষ পৃষ্ঠার পর) করেনি। এর বাইরে উচ্চশিক্ষার জন্য আছে সরকারি-বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। সরকারি মেডিক্যাল কলেজ আছে ২৪টি আর বেসরকারি ৫৩টি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্যানুযায়ী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন আছে ৬ হাজার ৬০০, রাজশাহীতে ৩ হাজার ৮৫১, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ হাজার ২০০, বুয়েটে ৯৯১, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ হাজার ৫৩৩, জাহাঙ্গীরনগরে ২ হাজার ২৩৫, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ হাজার ৪২৬, শাবিপ্রবিতে ১ হাজার ৭০৮, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯৭৯, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০০, হাজী মোহাম্মদ দানেশে ১ হাজার ৮০০, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ২ হাজার ৪৬৩, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ৭০০, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০০, চট্টগ্রাম প্রকৌশলে ৬৪১, রাজশাহী প্রকৌশলে ৭২৫, খুলনা প্রকৌশলে ৮১৫, ঢাকা প্রকৌশলে ৫৬০, নোয়াখালী বিজ্ঞানে ৯০৩, জগন্নাথে ২ হাজার ৮৪৫, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮০০, কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিশালে ৫৭০, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারিতে ২১০, সিলেট কৃষিতে ৩৭০, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ৬৫৫, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসে ৪৮০, বেগম রোকেয়ায় ১ হাজার ২৪৫, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ৫৫০, শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ৬৮০, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ হাজার ৩৬৫ এবং বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪১০টি। এছাড়া এ বছর থেকে কার্যক্রম শুরু হওয়া রাঙামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আসনসংখ্যা ১০০টি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে আসন ২ লাখ ৪ হাজার ২০০টি ও পাস কোর্সে ২ লাখ ৪০ হাজার। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন ৩৪ হাজার। আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি ও ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম এখনো শুরু হয়নি। এসব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসনসংখ্যা প্রায় ৪৩ হাজার ২৪৯টি, যা উচ্চ মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর তুলনায় অপ্রতুল। এ ছাড়া যেসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ রয়েছে সেগুলোর আসনসংখ্যাও সীমিত। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন আছে প্রায় ৮০ হাজার।

উচ্চশিক্ষায় ভর্তি প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ আমাদের সময়কে বলেন, কোনো শিক্ষার্থী আসন সংকটে ভর্তিবঞ্চিত থাকবে না। সরকারি-বেসরকারি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং পলিটেকনিক্যালে অনেক শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারবে। তবে ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় সবসময়ই বেশি প্রতিযোগিতা হয়। মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় আসন সংকটের বিষয়টি স্বীকার করে তিনি বলেন, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার মান বৃদ্ধির জন্য আমরা কাজ করছি।

শিক্ষাবিদ মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজগুলোয় অতিরিক্ত ফি নেওয়া হচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া অনেক ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় মধ্যবিত্ত পরিবারের দৃষ্টি থাকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। সরকারের উচিত এসব বিশ্ববিদ্যালয় আরও নতুন বিষয় খোলা ও অবকাঠামোর উন্নতি করা।

জানা গেছে, ২৪টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজে আসন সংখ্যা ২ হাজার ৯৫১টি, ৯টি সরকারি ডেন্টালে ৫৬৭টি, ছয়টি সরকারি টেক্সটাইলে ৪৮০টি ও সরকারি মেরিন অ্যাকাডেমিতে আসন মাত্র ৩০০টি। তবে বেসরকারি ৫৩টি মেডিক্যাল কলেজে ৪ হাজার ২৭৫টি, ১৪টি বেসরকারি ডেন্টাল কলেজে ৮৯০টি এবং ১৭টি বেসরকারি মেরিন অ্যাকাডেমিতে ১ হাজার ৩৬০টি আসন রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্যানুযায়ী, উচ্চশিক্ষায় আসন সংকট নিরসনে এরই মধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নতুন করে আরও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন, সব জেলায় সরকারি হোক আর বেসরকারি হোক বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে। এছাড়া বিদ্যমান সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজগুলোতে কমপক্ষে ৫ শতাংশ হারে আসন বৃদ্ধি করার প্রস্তাবনাও রয়েছে।